একদিনে প্রেম

সময় বদলে যায়। নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট ১৭৯৫ সালে যে চিরকূট লিখেছিলেন বা মারিকুরি ১৮৯৪ সালে যে চিঠি লিখেছেন অথবা আজকের যুগে ই-মেইলের যে ভাষা তাতে অনেক পরিবর্তন আছে। কিন্তু মূল আবেদন প্রায় একই। সব প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে তার প্রেমটিই সবচেয়ে জটিল ও সবচেয়ে মধুর। ভ্যালেন্টাইন দিবসে আমাদের আজকের প্রজন্মের ব্যস্ততা এখন চোখে পড়ার মতোই। অনেকের আবার প্রেমও হয় এই দিনে। এরকম একটি প্রেম, যেটা শুরু হয়েছিল গত বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারিতে... লিখেছেন **জসিম মল্লিক**

রাত ১২টা : ছেলেটি এখনও জেগেই আছে। ঘরের মধ্যে আলো-আঁধারির খেলা। বেশ বড়সড় শয়নকক্ষ। ওয়াল টু ওয়াল নীল কার্পেট। ছোট একটা বুক সেল্‌ফে প্রয়োজনীয় কিছু বইপত্র সাজানো। অন্য একটি সেল্‌ফে দেশী-বিদেশী প্রচুর ম্যাগাজিন ও টিভি সেট। অন্যপাশে কম্পিউটারের স্ক্রিন সেভারে জটিল একটা ছবি নড়াচড়া করছে। এই মাত্র ছেলেটি কম্পিউটার অন করেছে। হঠাৎ বুকে কাঁপন ধরিয়ে ফোনটা বেজে উঠলো। একবার, দু'বার, তিনবার বাজলো ফোনটা। হ্যান্ডসেটটা তুলে আরাম করে ফ্লোর কুশনে হেলান দিয়ে বসে বললো– হ্যালো! নীরবতা, আবার হ্যালো। এবার ও প্রান্ত থেকে মেয়েলি কণ্ঠের 'হ্যালো' এবং ছোট এক টুকরো হাসি। কেটে গেলো ফোন।

ছোট্ট হাসি এবং হ্যালো। অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠ এবং মিষ্টি হাসি!

ছেলেটির ভেতরে অদ্ভুত এক শিহরণ বয়ে গেলো। এতো মধুর হাসিও হতে পারে মানুষের! কে এই মেয়ে! এ কি স্বপ্ন না বাস্তব!

ছেলেটি জানে আজ আর রাতে তার ঘুম হবে না। ছেলেটি উঠে পানি খেলো। কম্পিউটার অনই আছে। একটা বই হাতে নিয়েও রেখে দিল। ঘরের পরিবেশকে এখন আরো রোমান্টিক মনে হচ্ছে। আর ঘুরে ফিরে একই চিন্তা– কে এই মেয়ে? এতো রাতে ফোন! এ রকম সাধারণত হয় না।

১২.১৫ : আবার ক্রিং ক্রিং ফোন বেজে উঠলো, কাঁপা কাঁপা হাতে ফোন ধরলো। গলা দিয়ে স্বর প্রায় বেরই হলো না। ও প্রান্তে সেই কণ্ঠ, সেই হাসি।

–হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন'স!

– 'সেম টু ইউ'। অনেকটা অজান্তেই ছেলেটি বলে ফেললো।

–ভালো আছেন?

–হ্যাঁ ভা...লো... কিন্তু আ..প..নি...?

– ঘাবরে গেছেন? আপনি এতো ভীতু?

– না ঠিক তা নয়... আপনি কে...?

–আমাকে না চিনলেও আপনাকে আমি চিনি। অনেক দিন থেকে চিনি।

– কিভাবে...?

– যেভাবে মানুষ মানুষকে চিনে নেয়!

– আপনার কণ্ঠস্বর খুব মিষ্টি। মন কেমন করে দেয়।

এই তো ছেলের মুখে কথা ফুটছে। বলেই হাসলো মেয়েটি। আজকের দিনে কোনো জড়তা রাখতে নেই। মনের সবগুলো দরোজা খুলে দিন। আপনি এতো লাজুক কেন?

– কেমন করে জানেন?

– সব জানি।

– জানেন, এভাবে কেউ কখনো বলেনি আমাকে। আমি আসলে খুব একাকী একজন মানুষ।

– মোটেই আপনি তা নন। নিজেকে লুকিয়ে রাখলে তো হবে না। আসলে পৃথিবীটা খুব সুন্দর জায়গা। পৃথিবীর মানুষগুলো আরো সুন্দর, শুধু উপস্থাপনাই ভুল রয়েছে। অনেক সময় মানুষ ভালোবাসার ব্যাখ্যাটাও সঠিক-ভাবে করতে পারে না। ভালোবাসা শুধু হিয়ায় হিয়া রাখার আকুলতা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আত্মনিবেদন। প্যাসন, সম্মিলন, সম্পৃক্তির অভিলাষ।

আপনি অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। আমি আপনার সাথে পেরে উঠবো না। আপনি কি আজ একবারও বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছেন? আজকের রাতটাও খুব সুন্দর, মায়াময় অপরূপ সাজে সেজেছে প্রকৃতি। আজ কিন্তু ঘরে থাকার রাত নয়।

আপনার বেশ সাহসও আছে। পারবেন বাইরে বের হতে?

খিল খিল করে হাসলো।

'কাল কি প্রোগ্রাম আপনার?'

–কোনো প্রোগ্রাম নেই।

–ঠিক সকাল ৯টায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে। ক্যাম্পাসে।

ফোন রেখে দিল মেয়েটি।

রাত ১.৪০ : ছেলেটি কিছুতেই ঘুমাতে পারছে না। কে এই মেয়ে? এতো সাবলীল, কোনো জড়তা নেই। কাল ক্যাম্পাসে দেখা হচ্ছে বললো। খুব কনফিডেন্ট।

সকাল ৮.৪০ : আজ বাঙালির ফাল্গুন। সাংস্কৃতিক মিথষ্ক্রিয়ার ভ্যালেন্টাইন ডে মিশেছে ফাল্গুনের নাগরিক অনুষঙ্গ হিসেবে। আজকের ক্যাম্পাসের চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ছেলে-মেয়েরা অনেক বেশি উচ্ছল উত্তল। আজ সবই ভালো লাগছে ছেলেটির। এতো ভালো পঁচিশ বছরের জীবনে লাগেনি। নিজেকে এতো ভালোও বাসেনি কখনো। জীবনে এরকম সুন্দর দিন খুব বেশি আসে না।

সকাল ৯.০০ : একেবারে আকস্মিক একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো ছেলেটির মুখোমুখি।

: দ্যাটস অ্যা গুড বয়। একেবারে ন'টায় পৌঁছে গিয়েছেন।

: একটু লাজুক হেসে বললো, সময়ের ব্যাপারে আমি খুব সচেতন।

ছেলেটি এই অপূর্ব সুন্দর মেয়েটিকে আগে কখনো দেখেছে কিনা মনে করতে পারলো না। অথচ মেয়েটি ছেলেটিকে খুব ভালোভাবেই চেনে। অথবা মেয়েটি আজ বাসন্তি রঙের শাড়ি পরেছে অন্য দিন হয়তো পরে না, তাই চিনতে পারছে না। তবে এরকম ঘটনাও জীবনে ঘটে! লজ্জায় ছেলেটি তাকাতেই পারছিল না। এতো লজ্জা পাচ্ছেন কেন! জীবন এরকমই। মেয়ে হয়ে এতো আগ্রহ দেখাচ্ছি বলে অন্য কিছু ভাববেন না।

: অন্য কিছু ভাবছি না। তুমি খুব ভালো,

খু-উ-ব ভালো।

: গুড 'তুমি' বলার জন্য। এবার চলো। এখানে নয়। অন্য কোথাও অন্য কোনো খানে।

: কোথায়?

: সেটা তো আমি ঠিক করবো না। তোমাকে আমার বলার অনেক কথা আছে।

: আমারও।

সকাল ১১টা : ওরা দু'জন পৌঁছে গেলো রাজেন্দ্রপুরের মনোরম পরিবেশে, শান্তি নিবাসে। ছিমছাম শান্ত একটি ডাকবাংলো। বাংলোর চারদিকে ঘন করে গাছ লাগানো। মাঝখানে একটা পুকুর। তার মধ্যে কয়েকটি হাঁস জলকেলি করছে। বাংলোটিতে তিনটি কক্ষ রয়েছে। পুরোটাই এয়ার কন্ডিশন করা।

: তোমাকে পায়জামা-পাঞ্জাবিতে খুব সুন্দর লাগছে। আগে কখনো দেখিনি।

: তোমাকে শাড়িতে কখনো দেখেনি।

: তুমি আমাকে কখনো দেখোইনি। কিন্তু আমি সব সময়ই তোমাকে চোখে চোখে রাখতাম। মেয়েরা এসব খুব পারে। একটা কথা বলি? তুমি খুব ভালো গাড়ি ড্রাইভ করো।

: ও এটা তো খুব সিম্পল ব্যাপার।

: তুমি যখন গাড়ি চালিয়ে আসছিলে, আমার ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। এতো স্মুখ ড্রাইভ আর কখনো দেখিনি।

বেলা ১২.০০টা : ওরা দু'জন পুকুরের ভেতরে রাখা একটি বোটে চড়ে বসলো। মেয়েটি ছেলেটির গা ঘেঁষে বসলো। ছেলেটি ধীরে ধীরে বৈঠা চালাচ্ছে। একটু একটু দোল খাচ্ছে নৌকাটি।

: জীবন এতো সুন্দর আমার জানা ছিল না। এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মানো সত্যিই আনন্দের।

: চাওয়ার ভেতরে জোর থাকতে হয়। সেটা আমরা যাই চাই না কেন।

: আমি তোমার মতো অনুভূতিপ্রবণ নই। নিজেকে তুলেও ধরতে পারি না।

: তোমাকে এসব পারতেও হবে না। আসলে কি জানো, প্রেম যে কোনো বিজ্ঞান কিংবা দর্শনের ঊর্ধ্বে। কে কখন কেন কার প্রেমে পড়বে তার কোনোটি দিয়েই নির্ণয় করা যাবে না। প্রেমের একমাত্র নিশ্চয়তা এর অনিশ্চয়তা। নশ্বরতাই প্রেমের একমাত্র অবিনশ্বর সত্য।

: প্রেমিকদের পরস্পরের প্রতি দুর্বলতা আকর্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে এক অদৃশ্য দৈবশক্তি। গালিবের শের আছে।

'প্রেম যদি একে নাই বলো পাগলামি তো বলবে। আমার পাগলামিই তোমার সম্পদ এটুকু মানলেও চলবে।'

বেলা ২.০০টা : মেয়েটি বললো কি ভাবছো?

: ভাবছি জীবন কতো অদ্ভুত। জীবন কতো সুন্দরও। গতকালও এই একটি দিনের কথা ছিল অচিন্তনীয়। অথচ...। আসলে এ সবই কি স্বপ্ন নয়...?

স্বপ্ন নয় বাস্তব, বলে মেয়েটি বলল, তুমি আমাকে না চিনতে পার কিন্তু আমি চিনি অনেক দিন থেকে। এরকম একটি দিন এরকম একটি ভালোবাসাময় দিনের কথা আমি অনেক আগেই ভেবে রেখেছি। মেয়েটি তার বড়সড় ব্যাগ থেকে অনেক ধরনের গিফট কোলন, শার্ট পেন সেট ইত্যাদি ছেলেটিকে দিল। ছেলেটিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই মেয়েটি বললো, ভালোবাসার চেয়ে বড় উপহার আর কিছু হয় না।

ছেলেটি খুবই আবেগ নিয়ে মেয়েটির একটি হাত ধরলো। মেয়েটি বাধা দিল না। নিজের অজান্তে ছেলেটির চোখ দুটো ভিজে উঠলো। মনে মনে বললো, এ মেয়েটির জন্য আমি মরে যেতে পারি। মেয়েটি ছেলেটির এই আবেগকে অনুভব করলো সমস্ত অনুভূতি দিয়ে, ভিজে ওঠা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

রাত ৯.০০টা : ছেলেটি ওর পছন্দমতো একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে এলো মেয়েটিকে। ওদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের। ছেলেটি ভাবলো প্রেম আসলে কি?

রাত ১০.০০টা : এবার যাওয়ার পালা। খুব জ্বালিয়েছি সারাদিন না? মেয়েটি গাড়িতে উঠে চলে গেলো।

অপসৃয়মান গাড়ির আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে ছেলেটি মনে মনে বললো। তোমাকে চিনি হাজার বছর ধরে।

রাত ১২.০০টা : ছেলেটির মোবাইলে মেসেজ এলো 'আই লাভ ইউ'। একদিনে কেমন পাল্টে গেল জীবনটা ভাবতে থাকলো ছেলেটি।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

আমার বয়স ৩০ বছর। উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতিঝিলের প্রধান কার্যালয়ে অফিসার হিসেবে কর্মরত। সাহিত্য, সংস্কৃতি, সংগীতের শোভন দিকগুলোকে পছন্দ করি। ঝর্না, ফুল, পাখি, সমুদ্র ভালোবাসি। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে/মেয়ের বন্ধু হতে আগ্রহী। উত্তর দেয়ার নিশ্চয়তা রইল।— বক্স-২৪৯, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

বড় জানতে ইচ্ছে করে কে তুমি? কোথায় তুমি লুকিয়ে থেকে আমার মনটাকে নিয়ে খেলছো? গত শবেবরাতের রাতে ঘুমের মাঝে তোমার ফোন কল পেলাম। আমাকে নিয়ে তোমার সে কি আকুলতা আর কথা বলার ব্যাকুলতা। ঘুম ভেঙে জেগে স্মৃতি হাতড়ে তোমার কোনো কূল-কিনারা করতে না পেরে প্রিয় ম্যাগাজিনের সাহায্য নিলাম। তুমি নির্দ্বিধায় ফোন নম্বরসহ লিখতে পারো। আমি সর্বান্তকরণে সাড়া দিচ্ছি, আমি তোমার প্রিয় বন্ধু হবো, থাকবো চিরকাল তোমারই হয়ে।—সুলতান আহমেদ, Please Write to GPO Box 2159, Dhaka-1000

***

পাত্রী চাই, প্রবাস জীবনের একাকিত্বের দিনগুলোর অবসান ঘটাতে চাই। জীবনে সবকিছুই পেয়েছি শুধু বাকি রয়ে গেল একজন জীবনসঙ্গিনী। হিন্দু সম্প্রদায়ের যেকোনো গোত্রের পেশাজীবী ফর্সা, ধর্মপরায়ণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিতরা বা পরিবারের যে কেউ লিখতে পারেন নিঃসংকোচে। পত্রের নিশ্চয়তা রইল।— Babu Banik, Sembawang Shipyard, P & B Department, Singapore-759950

***

বিবাহিতা/অবিবাহিতা/নিঃসঙ্গ মহিলাদের সাথে বন্ধুত্বে আগ্রহী। লিখুন অথবা ফোন করুন।— জেমস, বক্স-২৫০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন নং-০১৭৬০৭৫৪০

***

সুন্দর মনের স্মার্ট মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। টেলিফোন অথবা মোবাইলে। যারা অবসর সময়ে কথা বলতে ইচ্ছুক তাদের জন্য ২৪ ঘন্টা মোবাইল খোলা।— পিয়াল-০১৭-১৪৯৮৭১

***

বাড়ি বিক্রি, বাসাবো সিনেমা হলের কাছে ৮০ ও ১৬ ফুট রাস্তার সঙ্গে সাড়ে ৫ কাঠা সেমি পাকা, মাসে ৩০ হাজার ভাড়া আসে। বিদেশীদের জন্য বিশেষ উপযোগী।— জবিউল্যাহ সিদ্দিকী, ফোন-০২-৭২০২৪৫৮, ফ্যাক্স-৮৮০২-৮৩১৯০০৫

***

আমি বিবাহিত, ৩৩ বছর। শুধুমাত্র বিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে ফোনে বন্ধুত্ব করতে চাই।— জয়, ০১৭১০০৬৬০

***

পাত্র চাই, সরকারি কর্মকর্তার (অবঃ) নম্র, ভদ্র, লম্বা, সুদর্শনা কন্যার ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরিরত পাত্র চাই। পাত্রী একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত।—বক্স নং-২৫২, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০